বাবার কীর্তি

মালবিকা ঘোষ

বাবাকে আমরা কেন বাবু ডাকতাম তা বলতে পারব না তবে বাবুকে খুব ভয় পেতাম তা বলতে পারি। কিন্তু আমাদের আত্মীয়-স্বজন,বাবার বন্ধু-বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী এমন কি বাড়ীর কাজের লোকরা পর্য্যন্ত বাবুকে ভীষণ ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন। সকলেরই ধারণা ছিল বাবু কখনও বাজে কাজ করেন না বা মিথ্যে কথায় থাকেন না। অপরের প্রয়োজন ও স্বার্থ তাঁর কাছে বেশী মূল্য পেত। নিজের স্বার্থ ছিল অর্থহীন ফলে বাবার মর্যাদা ছিল সর্বক্ষেত্রেই অপরিসীম আর আমাদের হত সমস্যা আর মায়ের হত বেদনা। যার ফলে আমাদের সংসারে অভাব আর দুঃখ ছিল চিরসঙ্গী, আর আস্তে আস্তে আমরা যেন কেমন করে বঞ্চিতদের দলেই অভ্যস্থ হতে থাকলাম।কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। তাই দিন রাত্তির প্রায় চেচামেচি লেগে থাকতো আমাদের সাথে মায়ের, মায়ের সাথে বাবার। কিন্তু সেটা যেন হত শুধু চেচান মেচি হতো না অর্থাৎ বাবু কিন্তু কথায় বা ঝগড়ায় থাকতেন না,এমন কি উত্তর ও দিতেন না। চুপ করে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে দূরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পরে বাড়ীর অন্দরমহলের শব্দ কমে গেলে বাবা বাড়ী ফিরে খেয়ে দেয়ে অফিসে বা বাইরে চলে যেতেন বা ঘুমিয়ে পড়তেন। মা খাওয়া ও ঘুমের নিয়ম কঠিনভাবে মেনে চলতেন। ঐ সময় কোন অসুবিধে যাতে কারুর না হয় সেটা দেখতেন। তাই বাবার সাথে বোঝাপড়ার সুযোগ বাবা কায়দা করে এড়িয়ে যেতেন বলেই মার অশান্তি থেকেই যেত। আর ওদিকে বাবার আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব মুষ্টিমেয় দু একজন ছাড়া কেউই আমাদের অসুবিধার কথা ভাবতেনই না বরং তারা বেশী করে সুযোগ সন্ধানী হয়ে পড়েন কেমন তার দু-চারটে উদাহরণেই বুঝবেন।

আমরা আট ভাই বোন। ঘন ঘন জন্ম দেওয়ায় মা হীন স্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। বাবু একমাত্র রোজগেরে পুরুষ। তার মধ্যে বাড়ী ভাড়া দিয়ে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, সংসার খরচ চালানো বেশ কষ্ট হত। সে সময় মা আর বাবু শুধু একমাত্র কলকাতায় থাকতেন বলে মার বাপের বাড়ীর লোক এবং বাবুর দেশের বাড়ীর লোক সবাই হয়ত চিকিৎসা নয়তো শিক্ষা কিংবা চাকুরী খোঁজার জন্য আমাদের বাড়ী এসে উঠতেন। দু-তিন দিন নয়, দু-চার মাস ওথেকে ঘুরে ফিরে যেতেন। আমাদের তখন দুটো মাত্র ঘর, ভাড়া বাড়ী।ফলে আত্মীয়দের ঘরে থাকতে দিয়ে আমরা রান্নাঘর আর বারান্দায় ও থেকেছি দিনের পর দিন। এতেও কিন্তু অতিথিদের কোনরকম হেল দোল চোখে পড়তো না। মাঝে মাঝে আমাদের পরীক্ষা থাকলে হয়তো বাইরে শুয়ে ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়তাম। তখন মার হত দুঃখ, আর বাবু নির্বিকার। আগন্তুকদের কেউ কেউ বুঝদার ও ছিল। তারা তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ী ছাড়তেন তবে সবাই না। ফলে ওদের খরচ চালিয়ে অনেক সময় আমাদের স্কুলের মাইনে ও পরীক্ষার ফি বাকী পড়ে যেত। এতে মা কান্নাকাটি করলে বাবুর সেই বাড়ী থেকে বেড়িয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা। এরকম প্রয়োজনে মাকে দেখেছি ঘরের ভাল ভাল কাপড় কম দামে প্রতিবেশীদের বিক্রী করে দিয়ে আমাদের ওই খরচ চালাতে।

যথেষ্ট অভাব থাকলেও বাড়ীতে দৈনিক পত্রিকা আসতো। কিন্তু ওই তল্লাটে কোন বাড়ীতে আসতো না। ফলে বাবুর প্রশ্রয়েই দেখেছি কোন কোন বাড়ীর লোক আমাদের পত্রিকা দেওয়া মাত্রই তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো এবং সাথে সাথে এসে নিয়ে যেত আমরা কেউ তা ছোঁওয়ার আগেই। তারপর এ বাড়ী ও বাড়ী করে দুপুরের পর, কখনো বা রাত্রি হয়ে যেত আমাদের বাড়ী আসতে। তখন আমাদের পড়ার সময় হ্যারিকেনের আলোয় এত জনের পড়াও কষ্ট। সে আরেক সমস্যা। পত্রিকা রেখেই তখন স্কুলের পড়া সারতেই সুযোগ কম হতো। অনেক সময় মায়ের বা বাবুর বন্ধুদের মুখেই আমারা শুনতাম পত্রিকার তাজা খবর। নিজেরা পড়ার সুযোগ পেতাম পরের দিন। কিন্তু কিছু বলার উপায় ছিল না বাবুর জন্য। এমনও দেখেছি কেউ কেউ পত্রিকা-ওয়ালাকে বলেছেন পত্রিকাটা ওদের বাড়ী দিতে পরে ওরাই আমাদের পৌঁছে দেবে। অথচ প্রতি মাসের দু-তিন তারিখে পত্রিকার টাকাটা বাবুই দিতেন।

আমাদের বাড়ীতে মাসে একবার সত্যনারায়ণ পূজো হত। কোন কোন প্রতিবেশীর বায়না ছিলু ওদের জন্য কোন কোন ফল প্রসাদ বা সিন্নী বেশী করে করতে হবে। ওরা আসতেন সদলবলে। যদি কেউ না আসতে পারেন বাবুর আগ্রগেই নিজের ঘরের লোকের হোক না হোক নারায়ণের সিন্নী পরিমাণ মত ওখানে পৌঁছানো হতো। আবার ঐ প্রতিবেশীদের বাড়ীর পূজোয় কখনো কখনো আমাদের বাড়ী থেকে পূজোর বাসন নিয়ে গিয়ে কাজ সেরে ধোয়া বাসন প্রসাদ বিহীন ফিরে আসতো।আমরা কচি কচি ছেলে-মেয়ে অপেক্ষায় থাকতাম কিছু পাব বলে কিন্তু ফক্কা।

ভাইরা কেউ কেউ গুলি, লাট্টু খেলত। তা নিয়ে যদি কোন বন্ধুর সাথে কচিৎ বচসা হয় কথাটা ওরা তক্কে তক্কে থেকে মা নয় বাবুর কানে তুলতো। এসব ঝামেলা বাড়ী অব্দি এলে পর বাবুর কাজ ছিল পায়ের জুতো খুলে ভাইদের কিছু জিজ্ঞাসা না করেই শুধু জুতো পেটা করা তাতে চোখ, মুখ, নাক বা কান ক্ষত বিক্ষত হলেও রাগ যেত না যতক্ষণ না কেউ এসে ধরছে। অনেক সময়ই বিনা দোষে শাস্তি পেতে হয়েছে। শেষের দিকে ভাইরা কেউ কেউ এমন গন্ডগোল হলে পর নিজেরা মার খেলে খানিকটা দিয়ে ও আসতো যা নাকি আগে কখনো করেনি।ওরা বলে বেশ করেছি মেরেছি। জানি তো বাবুর কানে আসবে আর বাবু আমাদের মারবেই সুতরাং এটাই ঠিক এরকম একদিন এক বন্ধুর সাথে মারামারির পর যথারিতী বাবুর কানে ওদের সপরিবার এসে নানাভাবেই কথাটা তুলতেই বাবুর হাতে জুতো উঠবে জেনে আমরা আগেই সব জুতো হাতের নাগালের বাইরে ওেখেছি। ওমা, কি কান্ড, দেখি বিরাট এক লাঠি হাতে বাবু এগোচ্ছেন। ভাইতো আগেই ভয়ে কেঁদে ফেলে বলছে, ওরাই তো আগে মারলো-তাই। বাবু বলেন, ওই বাড়ীর পাশ দিয়ে আমি দু বেলা যাই। আমাকে তো ওরা মারে না। তোকে মারে কেন? তুই এত ভাল যে তোকে দেখলেই শুধু শুধু ওরা মারে, ওরা কি পাগল? বলেই পিঠি দমাদ্দম লাঠির বাড়ি। আমাদের তখন শুধু দূরে থেকে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না। মা এগিয়ে গেলেও কোন লাভ নেই জানা কথা। তাই আমার দিদি ছুটে গিয়ে পাড়াতুতো এক কাকাকে ডেকে আনেন। তিনি এসে-এটা কি হচ্ছে দত্ত বাবু? এটা বলা মাত্রই মার বন্ধ,রাগ উধাও। লাঠি ফেলে দিয়ে হাসিমুখে, আরে বোসবাবু, আসুন আসুন, বসুন, চা

খাবেন তো? নিমেষে বাবুর ঐ ভয়ঙ্কর রুপটা পাল্টে একেবারে শান্ত হয়ে গেল । এই ফাঁকে আমরা ও ভাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লাম।

মালবিকা ঘোষ, জ্যোতিষ রায় রোড, নিউ আলীপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩

লেখিকার পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন